চুয়াডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত যুবক এখন করোনামুক্ত

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার ইতালি ফেরত যুবক ভাইরাসমুক্ত হওয়ায় তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে ওই যুবককে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল থেকে বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তার সাথে একই হাসপাতালে কোয়ারেন্টিনে থাকা ওই যুবকের পিতাকেও কোয়ারেন্টাইন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, গত ১২ মার্চ ওই যুবক ইতালি থেকে বাংলাদেশে আসেন। পরে অসুস্থ্য হয়ে পড়লে ১৬ মার্চ তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি করা হয়।

পরে গত ১৯ মার্চ পরীক্ষা করে তাকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বলে শনাক্ত করে আইইডিসিআর। ২৬ বছর বয়সী ওই যুবকের পিতার নমুনাও পরীক্ষা করা হয় কিন্তু তিনি করোনা আক্রান্ত নন বলে জানায় স্বাস্থ্য বিভাগ।

সর্বশেষ গত ২৫ ও ২৯ মার্চ দু’দফা পরীক্ষা করে আইইডিসিআর থেকে জানানো হয় দু’দফা পরীক্ষাতেই ওই যুবকের করোনা ভাইরাসমুক্ত হিসেবে রিপোর্ট এসেছে। এ অবস্থায় ওই যুবককে করোনা মুক্ত বলে ঘোষণা করে আইইডিসিআর কর্তৃপক্ষ।

আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, দুবারের পরীক্ষায় ওই যুবকের শরীরে করোনা ভাইরাসের আর কোনো উপস্থিতি না থাকায় তাকে ছাড়পত্র দিয়ে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

করোনা সন্দেহে ভর্তি নিল না ৪ হাসপাতাল, মুক্তিযোদ্ধার করুণ মৃত্যু

করোনা সন্দেহে চিকিৎসা না পেয়ে মো. আলমাস উদ্দিন নামে এক মুক্তিযোদ্ধার করুণ মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তার পরিবার।রাজধানীর মুগদা হাসপাতালে রোববার সকালে তার মৃত্যু হয়।

৬৮ বছর বয়সী আলমাসের মৃত্যুর আগে তার পরিবার চার হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু করোনা সন্দেহে কোনো হাসপাতালই তাকে ভর্তি করেনি।

আলমাস উদ্দিনের বড় ছেলে আরিফ হাসানের অভিযোগ, শনিবার ভোরে তার বাবা বাসাবোর নিজ বাসায় ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন।

এর পর তাকে বারডেম হাসপাতাল, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, পপুলার হাসপাতাল ও কুয়েতমৈত্রী হাসপাতালে নেয়া হলে করোনা আক্রান্ত সন্দেহে কোনো হাসপাতালই ভর্তি করতে রাজি হয়নি।

‘পরে রাত ১২টায় মুগদা হাসপাতালে ভর্তি করা সম্ভব হলেও ততক্ষণে তার শারীরিক অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে। এ অবস্থায় রোববার সকালে সেখানেই মারা যান বাবা।’

মৃত্যুর পর ডেথ সার্টিফিকেটেও ব্রেইন স্ট্রোকে মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানান আরিফ। রোববার বাদ জোহর বাসাবো মাঠে জানাজার পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মাদারটেক কবরস্থানে দাফন করা হয় তাকে।

সুত্র-যুগান্তর

নিউইয়র্কে৮ বাংলাদেশির প্রাণ কেড়ে নিল করোনা

নিউইয়র্কে একদিনে ৮ বাংলাদেশির প্রাণ কেড়ে নিল করোনা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত আট বাংলাদেশির মুত্যু হয়েছে। এ নিয়ে করোনায় নিউইয়র্কে ২১ বাংলাদেশির মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২৮ মার্চ মৃত্যু হয়েছে কায়কোবাদ, শফিকুর রহমান মজুমদার, আজিজুর রহমান, মির্জা হুদা, বিজিত কুমার সাহা, মো. শিপন হোসাইন, জায়েদ আলম ও মুতাব্বির চৌধুরী ইসমত।

এ ছাড়া মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ড্রেটয়েট সিটি ও নিউজার্সির প্যাটারসনে দুই বাংলাদেশি নারীর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেছে। তাদের দুজনের দেশের বাড়ি বৃহত্তর সিলেটে বলে জানা গেছে।

নিউইয়র্কে অনেক প্রবাসীর করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবরও পাওয়া গেছে।

করোনায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে ১ লাখ ৪২ হাজার জন। সর্বশেষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২ হাজার ৪৮৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এরমধ্যে নিউইয়র্করাজ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন। এ পর্যন্ত করোনায় নিউইয়র্কে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৫৯ হাজার ৬৪৮। এতে মৃত্যু হয়েছে ৯৬৫ জনের।

সূএ যুগান্তার

আত্রাইয়ে স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতার লাশ উদ্ধার

নওগাঁর আত্রাইয়ে থানা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের ক্রিয়া বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক (৪৫) এর মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ।

শনিবার দিবাগত রাত ১০টায় উপজেলার ভরতঁতুলিয়া গ্রামের সেভেন স্টার শপিং মলের পাশ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি উপজেলার ভরতঁতুলিয়া গ্রামের নাছির উদ্দিনের ছেলে।

নিহতের পরিবার জানায়, শনিবার সন্ধ্যায় আব্দুর রাজ্জাক বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হয়ে যায়। রাত ১০টায় ভরতঁতুলিয়া গ্রামের সেভেন স্টার শপিং মলের পাশে লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেয়।

আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোসলিম উদ্দিন বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য রোববার সকাল নওগাঁ মর্গ প্রেরণ করা হয়েছে। মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন আছে। দূর্ঘটনাজনিত আঘাত বা অন্যকোন কারণ হতে পারে।

তবে ময়না তদন্তের রির্পোট পেলে প্রকৃত বিষয় জানা যাবে। ঘটনায় থানায় অপমত্যুর মামলা হয়েছে।

করোনা সন্দেহে ট্রাক থেকে নামিয়ে দিল শ্রমিককে, এগিয়ে আসেনি কেউ

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে রোববার সকালে শাহ আলম (৫৫) নামে এক শ্রমজীবীকে পণ্যবাহী ট্রাক থেকে বগুড়ার শিবগঞ্জের মহাস্থান বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দেয়া হয়েছে।

তিনি সেখানে দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকলেও কেউ এগিয়ে আসেনি। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

ওই ব্যক্তি ঢাকা থেকে রংপুরের বাড়িতে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছিল।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রংপুরের ধাপ মডার্ন মোড় এলাকার মৃত জমির উদ্দিনের ছেলে শাহ আলম ঢাকায় দিনমজুরের কাজ করেন। করোনাভাইরাস আতঙ্কের কারণে তিনি শনিবার রাতে ঢাকা থেকে রংপুরগামী পণ্যবাহী একটি ট্রাকে উঠেন।

রোববার সকালে ট্রাক বগুড়ার শিবগঞ্জের মহাস্থান বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছলে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে সন্দেহে ট্রাকের চালক ও হেলপার তাকে মহাসড়কের পাশে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়।

শাহ আলম দীর্ঘক্ষণ মহাসড়কের পাশে পড়ে থাকলেও ভয়ে কেউ কাছে আসেনি। সকাল ৯টার দিকে এক পথচারী দেখতে পেয়ে শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানান। নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর কবির স্থানীয় রায়নগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলামকে জানিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেন।

চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম ঘটনাটি শিবগঞ্জ থানাকে জানান। তখন থানার এসআই মোহাম্মদ আলী তাকে ভ্যানে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান।

শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. দেলোয়ার হোসেন পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন শাহ আলম হৃদরোগী। তখন তাকে অ্যাম্বুলেন্সে বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. শফিকুল আমিন কাজল জানান, হৃদরোগী ওই ব্যক্তি বর্তমানে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শাহ আলমকে সিসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে।

সুত্র-যুগান্তর

সিলেটের রাস্তায় পড়ে থাকা বিদেশি সুস্থ হয়ে উঠছেন; নেই করোনা উপসর্গ

সিলেটের রাস্তায় পড়ে থাকা বিদেশি সুস্থ হয়ে উঠছেন; নেই করোনা উপসর্গ
সিলেট নগরীতে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা সেই বিদেশি নাগরিক প্রাথমিক চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

তার দেহে করোনাভাইরাসের কোনো উপসর্গ নেই বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। ৪৫ বছর বয়সী মার্কু নামে ফিনল্যান্ডের এই ব্যক্তি শনিবার বিকালে নগরীর মীরবক্সটুলা এলাকায় রাস্তায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন।

তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন ভেবে কেউ তাকে সাহায্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন না। আশপাশের সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছিলেন।

খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার শরীরে করোনাভাইরাসের কোনো লক্ষণ নেই বলে সেখান থেকে তাকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ওসমানী হাসপাতালের উপপরিচালক হিমাংশু লাল যুগান্তরকে বলেন, ফিনল্যান্ডের ওই নাগরিকের শরীরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কোনো উপসর্গ নেই।

মার্কু মাদকাসক্ত। এ কারণে তার কিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে। তার চিকিৎসা চলছে। তিনি এর আগেও একবার হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

বিদেশি হওয়ায় পুলিশ প্রথমে ধারণা করছিল মার্কু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন। তাই তাকে প্রথমে শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদ

হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে নেয়া হয় বলে হিমাংশু জানান।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) জেদান আল মুসা বলেন, মার্কু সিলেট নগরীর হাওয়াপাড়া এলাকায় হোটেল নাজালের ৩০ নম্বর রুম ভাড়া নিয়ে থাকেন।

তিনি সেখানে গত দেড় মাস ধরে থাকছেন। তার সম্পর্কে প্রয়োজন হলে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হবে বলে তিনি জানান।

রাজশাহীতে করোনা সন্দেহে চিকিৎসা দেয়নি ৫ হাসপাতাল, ধুঁকে ধুঁকে যুবকের মৃত্যু

করোনা আক্রান্ত সন্দেহে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর মারা গেছেন আল আমিন নামের এক যুবক। তার বাড়ি নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার অলংকার দিঘি গ্রামে।

নারায়ণগঞ্জ ফেরত যুবক আল আমিন (২২) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন শনিবার রাত সাড়ে আটটায়।

শনিবার সকালে তীব্র জ্বর, সর্দি, কাশি, ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গ্রামে ফেরেন। তবে গ্রামের লোকেরা তাকে বাড়িতে রাখতে দেয়নি। নওগাঁ জেলা সদর হাসপাতাল, আদমদিঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রানীনগর উপজেলা হাসপাতালসহ পাঁচটা হাসপাতাল ঘুরেও কোনো চিকিৎসা না পেয়ে শনিবার বিকালে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে রাত সাড়ে আটটার দিকে আল আমিন মারা যান। মৃত যুবক আল আমিনের বাবা মোখলেসুর রহমান যুগান্তরকে জানান, তার ছেলে নারায়ণগঞ্জে একটি কাপড়ের দোকানে বিক্রয়কর্মীর কাজ করতেন। শনিবার সকালে সে প্রচণ্ড জ্বর, সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে বাড়িতে ফেরে। এ সময় গ্রামের লোকেরা তাকে গ্রামে রাখতে বাধা প্রদান করেন। ফলে দ্রুত তাকে নওগাঁ জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানকার চিকিৎসকরা আল আমিনকে চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করেন ও

ফেরত পাঠান।

উপায়ন্তর না দেখে অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে মোখলেসুর রহমান ছুটেন পার্শ্ববর্তী বগুড়ার আদমদিঘি উপজেলা হাসপাতালে। সেখানেও তাকে চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করা হয়। পরে রানীনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল মামুনকে জানালে তার হস্তক্ষেপে আল আমিনকে প্রথমে রানীনগর উপজেলা হাসপাতালে ও পরে আবার নওগাঁ জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে বিকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা আল আমিনকে ২৩ নং মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে আল আমিন মারা যান। রামেক হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. সাইফুল ফেরদৌস যুগান্তরকে জানান, আল আমিনের লাশ রাতেই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে আল আমিন করোনায় নয়, মস্তিস্কের সংক্রমণ বা মেনিনজাইটিস নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ভর্তির সময় তার শরীরে জ্বরের মাত্রা তীব্র ছিল। মাথা ব্যাথা ও গলা ব্যাথা ছিল।

মেডিকেলের ডেথ প্রতিবেদনের সূত্র উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, সর্দিজ্বর ও শ্বাসকষ্টসহ করোনার বিভিন্ন উপসর্গ থাকলেও আল আমিন মারা গেছেন মেনিনজাইটিস বা মস্তিস্কের সংক্রমণে।

তবে পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই কীভাবে আল আমিনের মেনিনজাইটিস শনাক্ত হলো জানতে চাইলে সাইফুল ফেরদৌস কোনো উত্তর দেননি। এছাড়া রামেক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আল আমিনের করোনার কোনো নমুনা সংগ্রহ করেননি বলে জানান তিনি।

এদিকে নওগাঁর রানীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. কেএইচএম ইফতেখারুল আলম যুগান্তরকে জানান, শনিবার যখন আল আমিনকে আমাদের হাসপাতালে আনা হয় তখন তার তীব্র জ্বর ও শ্বাসকষ্ট ছিল। অবস্থা বিবেচনা করে তাকে আমরা নওগাঁ জেলা হাসপাতাল পাঠিয়ে দিই। সেখানে করোনার নমুনা সংগ্রহ করার কথা ছিল। সেটা করা হয়েছে কিনা তিনি জানেন না।

আজ রোববার সকালে মৃত আল আমিনের বাবা মোখলেসুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, কোথাও তার ছেলের সুচিকিৎসা হয়নি। তিনি ছেলেকে নিয়ে পাঁচটা হাসপাতালে ঘুরেছেন। কিন্তু কেউ চিকিৎসা দিতে রাজি হয়নি। পরে কালিগ্রাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম বাবলু ও ইউএনও আল মামুন সাহেবের সহযোগিতায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই শনিবার রাতে আল আমিন মারা যান। রোববার

সকালে নিজ গ্রাম অলরংকারদিঘিতে আল আমিনের জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন এলাকাবাসী।

সূএ যুগান্তর

গাংনী পৌরসভার উদ্যোগে করোনা বিস্তার প্রতিরোধে ব্লিচিং মিশ্রিত পানি ছিটানো উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার উদ্যোগে করোনা বিস্তার প্রতিরোধে ব্লিচিং মিশ্রিত পানি ছিটানোর উদ্বোধন করা হয়েছে।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ সাহিদুজ্জামান খোকন উপস্থিত থেকে এ পানি ছিটানোর কাজের উদ্বোধন করেন। এসময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন কালে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরামর্শ সহ নানান কাজ করে যাচ্ছি। আপনারা এ রোগ থেকে নিজেকে ও আপনজনদের রক্ষা করতে সচেতন হোন। জনসমাগম একেবারে এড়িয়ে চলুন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গাংনীর যে সাপ্তাহিক হাটে আজ মানুষের সমাগম লক্ষ করা গেছে তা রিতিমত অত্যান্ত ঝুঁকি পূর্ণ। মানুষকে এতকিছু বলার পরও তাদের হুশ হয়না কেন আমার বোধগম্য নয়।

তিনি বলেন, আমরা বামন্দীর বড় গরুর হাট বন্ধ করে দিয়েছি জনগণকে এ করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করার জন্য। করোনা ভাইরাস বিস্তার যাতে না করতে পারে প্রতিদিন মাইকে সব এলাকায় সচেতনতামূলোক প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তারপরও অনেকে তাতে কর্নপাত করছেননা এটা দূঃখজনক। গাংনীর হাট যেহেতু ঝুকিপূর্ণ তাই আগামীতে যাতে জনসমাগম না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এ সময় স্থানীয় নেতা কর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সেনাবাহিনীর জীবাণুনাশক স্প্রে

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসাধারণকে সহযোগিতা করার জন্য সেনাবাহিনীর উদ্যোগে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে । শনিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বাজার এলাকায় স্প্রে করা হয়।

এ সময় সেনাবাহিনীর একটি গাড়িতে করে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়। জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি, বগুড়ার ৪০ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফখরুদ্দীনের, পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলি, সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসিরুদ্দিন সহ সেনাবাহিনী,পুলিশ ও ডিবির সদস্যরা প্রতারণার কাজে অংশগ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সকলকে অযথা বাইরে বের না হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের হ্যান্ড

স্যানিটায়ইজেশন বিতরণ

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মতিউর রহমানের উদ্যোগে করেনা ভাইরাস প্রতিরোধে হ্যান্ড স্যানিটায়ইজেশন লিকুইড বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর ক্লাব প্রাঙ্গণে এ সকল হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন বিতরণ করা হয়। মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম উপস্থিত থেকে এন্ড স্যানিটাইজেশন লিকুইড বিতরণ করেন। এ সময় সেখানে বক্তব্য রাখেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মতিউর রহমান।